অষ্টম শ্রেণি

প্যারালাল TEXT

বাংলা ২য় পত্র

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়
উদ্ভাস একাডেমিক টিম

অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায়
মাহমুদুল হাসান সোহাগ
মুহাম্মদ আবুল হাসান লিটন

কৃতজ্ঞতা
উদ্ভাস-উন্মেষ-উত্তরণ
শিক্ষা পরিবারের সকল সদস্য

প্রকাশনায়
উদ্ভাস একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার

প্রকাশকাল
সর্বশেষ সংস্করণ: জানুয়ারি, ২০২৫

Fixed Price
১৭৫/-
(একশত পঁচাত্তর টাকা মাত্র)

কপিরাইট © উদ্ভাস

সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত। এই বইয়ের কোনো অংশই প্রতিষ্ঠানের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ফটোকপি, রেকর্ডিং, বৈদ্যুতিক বা যান্ত্রিক পদ্ধতিসহ কোনো উপায়ে পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি, বিতরণ বা প্রেরণ করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উৎসর্গ

অ-আ, ক-খ, ইংরেজি বর্ণমালা কিংবা গণিতের নামতা গোনা যাঁর হাত ধরে প্রথম শেখা। যাঁর চোখে চোখ রেখে আমরা দেখেছি নিজকে জয়ের প্রথম স্বপ্ন। যাঁর নিরলস চেষ্টায় আমরা বুঝতে শুরু করেছি পরিবার, পরিবার থেকে সমাজ, সমাজ থেকে রাষ্ট্র আর রাষ্ট্র থেকে বিশ্বকে।

হ্যাঁ, বলছি জীবনের প্রথম শিক্ষকের কথা যাঁর ব্যয়িত শ্রম এবং ত্যাগের কারণেই আজকের আমরা...

সূচিপত্র

বাংলা ২য় পত্র

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	ব্যাকরণ অংশ	
০১	ভাষা	০১
০২	মাতৃভাষা ও রাষ্ট্রভাষা	০২
০৩	সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য	০৩
০৪	ধ্বনি ও বর্ণ	০৭
০৫	ম-ফলা ও ব-ফলার উচ্চারণ	১১
০৬	সন্ধি	১২
০৭	বিসর্গ সন্ধি	১৬
০৮	শব্দ ও পদ	১৯
০৯	লিঙ্গান্তরের নিয়ম ও উদাহরণ	১৯
১০	বহুবচন গঠনের নিয়ম ও উদাহরণ	২৩
১১	বিশেষ্যের শ্রেণিবিভাগ	২৬
১২	নির্দেশক সর্বনামের রূপ	২৮
১৩	ধাতু ও ক্রিয়াপদ	২৯
১৪	সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া	৩২
১৫	মৌলিক ও সাধিত ধাতু	৩৩
১৬	ক্রিয়ার কাল	৩৫
১৭	শব্দগঠন	৪০
১৮	ধ্বন্যাত্মক শব্দ, অনুকার শব্দ ও শব্দদ্বৈত	৪০
১৯	শব্দগঠন: প্রাথমিক ধারণা	৪৫
২০	বাক্য	৪৭
২১	বাক্যগঠনের শর্ত	৪৭
২২	খণ্ড বাক্য, স্বাধীন ও অধীন খণ্ডবাক্য	৪৯
২৩	সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্যের গঠন	৫০
২৪	বিরামচিহ্ন	৫২
২৫	কমা, সেমিকোলন, কোলন ও হাইফেনের ব্যবহার	৫৩
২৬	বানান	৫৬
২৭	বানানের কয়েকটি সাধারণ নিয়ম	৫৬
২৮	অভিধান	৬০
২৯	বর্ণানুক্রম	৬০
৩০	ভুক্তি ও শীর্ষ শব্দ	৬১
৩১	শব্দার্থ	৬৩
৩২	একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করে বাক্য রচনা	৬৩
৩৩	সমার্থক শব্দ প্রয়োগে বাক্য রচনা	৬৮
৩৪	বিপরীতার্থক শব্দ প্রয়োগে বাক্য রচনা	৭৪
৩৫	বাগ্‌ধারা	৭৬
	নির্মিতি অংশ	
৩৬	সারাংশ ও সারমর্ম	৭৮
৩৭	ভাব-সম্প্রসারণ	৮০
৩৮	পত্র রচনা	৮৩
৩৯	প্রবন্ধ রচনা	৮৮

পারস্পরিক সহযোগিতা-ই পারে পৃথিবীকে আরও সুন্দর করতে...

সুপ্রিয় শিক্ষার্থী,

আশা করি, অষ্টম শ্রেণির 'Parallel Text' তোমাদের কাছে অনেক বেশি উপকারী হিসেবে বিবেচিত হবে ইনশাআল্লাহ্। বইটি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত রাখতে আমরা চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি। তবুও কারো দৃষ্টিতে কোনো ভুল ধরা পড়লে নিম্নে উল্লিখিত ই-মেইল এ অবহিত করলে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং আমরা তা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেব ইনশাআল্লাহ্।

Email : solutionb.udvash@gmail.com

Email-এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উল্লেখ করতে হবে:

(i) অষ্টম শ্রেণির 'Parallel Text' এর বিষয়ের নাম, (ii) পৃষ্ঠা নম্বর (iii) প্রশ্ন নম্বর (iv) ভুলটা কী (v) কী হওয়া উচিত বলে তোমার মনে হয়।

উদাহরণ: অষ্টম শ্রেণির 'Parallel Text' বাংলা ২য় পত্র, পৃষ্ঠা-২২, প্রশ্ন-০১, দেওয়া আছে, 'পাঁচ' কিন্তু হবে 'তিন'।

ভুল ছাড়াও মান উন্নয়নে যেকোনো পরামর্শ আন্তরিকভাবে গ্রহণ করা হবে। পরিশেষে মহান আল্লাহ্র নিকট তোমাদের সাফল্য কামনা করছি।

শুভ কামনায়

উদ্ভাস একাডেমিক টিম

ব্যাকরণ

ভাষা

১.১: ভাষা

সাধারণ আলোচনা

মানুষ এ সৃষ্টি জগতের সব থেকে বুদ্ধিমান প্রাণী। নানাভাবে তাদের এ বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। কিন্তু প্রাণিজগতে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের সব থেকে উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হলো ভাষার ব্যবহার ও পারস্পরিক যোগাযোগ। মনের ভাব প্রকাশের জন্য মানুষ নানা পন্থা অবলম্বন করে, যেমন: ইশারা, নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করা ইত্যাদি। এমনকি নাচের মাধ্যমেও মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু মুখের ধ্বনির মাধ্যমে সৃষ্ট ভাষার সাহায্যে মানুষ যত স্পষ্ট ও সাবলীলভাবে তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে, আর কোনো মাধ্যমে তা সম্ভব হয় না। তাই মানবসভ্যতার বিকাশে ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম।

সংজ্ঞা: নির্দিষ্ট জনসমাজের মানুষ মনের ভাব প্রকাশের জন্য মুখ দিয়ে অন্যের বোধগম্য অর্থপূর্ণ যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি উচ্চারণ করে তাকে ভাষা বলে।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে: "মনের ভাব-প্রকাশের জন্য, বাগ্-যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনি দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনও বিশেষ জন-সমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত, শব্দসমষ্টিকে ভাষা বলে।"

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ✓ মানুষের মুখ থেকে বেরিয়ে আসা অর্থপূর্ণ কতকগুলো আওয়াজ বা ধ্বনির সমষ্টি– ভাষা।
- ✓ অর্থপূর্ণ ধ্বনি ভাষার প্রাণ।
- ✓ স্থান, কাল ও সমাজভেদে ভাষার রূপভেদ দেখা যায়।
- ✓ যেকোনো ধ্বনি বা আওয়াজই ভাষা নয়।
- ✓ ভাষায় অর্থের ধারাবাহিকতা থাকা চাই।

  মানুষের মনের ভাব দুই ভাবে প্রকাশিত হতে পারে–
  ১. মুখের ধ্বনির সাহায্যে।
  ২. ইশারা, অঙ্গভঙ্গি, ছবি বা নাচের মাধ্যমে।
- ✓ মুখের ধ্বনির সাহায্যে মনের ভাব ব্যাপক পরিসরে প্রকাশ করা যায়।
- ✓ অর্থ এবং ধ্বনির অর্থপূর্ণ মিলনে গঠিত হয়– শব্দ।
- ✓ একাধিক শব্দের সমন্বয়ে অর্থের ধারাবাহিকতায় তৈরি হয়– বাক্য।
- ✓ পশু-পাখির ডাক ও মানুষের ভাষার মধ্যে পার্থক্য– অর্থের ধারাবাহিকতায়।
- ✓ ফ্রান্সের মানুষের ভাষা– ফরাসি।
- ✓ চীন দেশের অধিকাংশ মানুষের ভাষা– ম্যান্ডারিন।
- ✓ চাকমা জনগোষ্ঠী ভাষা– চাংমা
- ✓ গারো জনগোষ্ঠীর ভাষা– আচিক
- ✓ সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে– ভাষারূপের পরিবর্তন হয়।
- ✓ পরিবর্তনশীলতার কারণে ভাষাকে– প্রবহমান নদীর সঙ্গে তুলনা করা হয়।
- ✓ ভাষা স্থির হয়ে গেলে– মৃত ভাষায় পরিণত হয়।
- ✓ পৃথিবীতে ভাষা প্রচলিত আছে– প্রায় সাড়ে তিন হাজারের কাছাকাছি।

বোর্ড MCQ প্রশ্ন ও উত্তর

০১। গারো জনগোষ্ঠীর ভাষা কোনটি? [চ.বো.'১৯, চ.বো.'১৮]
(ক) ম্যান্ডারিন (খ) চাংমা (গ) বালুচ (ঘ) আচিক ঘ

০২। পৃথিবীতে কত ভাষা প্রচলিত আছে? [ব.বো.'১৯]
(ক) দুই হাজার এর কাছাকাছি
(খ) আড়াই হাজার এর কাছাকাছি
(গ) তিন হাজার এর কাছাকাছি
(ঘ) সাড়ে তিন হাজার এর কাছাকাছি ঘ

০৩। ম্যান্ডারিন কোন দেশের অধিকাংশ মানুষের ভাষা? [য.বো.'১৯]
(ক) মায়ানমার (খ) জাপান
(গ) চীন (ঘ) ফিলিপাইন গ

০৪। স্থান, কাল ও সমাজভেদে কোনটির রূপভেদ দেখা যায়? [য.বো.'১৮]
(ক) ধ্বনির (খ) শব্দের (গ) বাক্যের (ঘ) ভাষার ঘ

০৫। ভাষার প্রাণ হলো অর্থপূর্ণ– [কু.বো.'১৮]
(ক) বাক্য (খ) শব্দ (গ) ধ্বনি (ঘ) বর্ণ গ

গুরুত্বপূর্ণ প্র্যাক্টিস প্রবলেম

MCQ

সময়: ১০ মিনিট পূর্ণমান: ১০

০১। ভাষার রূপভেদ দেখা যায়-
(ক) স্থান, কাল ও পাত্রভেদে (খ) স্থান, কাল ও সমাজভেদে
(গ) কাল, স্থান ও গোত্রভেদে (ঘ) স্থান, কাল ও গোষ্ঠীভেদে

০২। বাগ্‌যন্ত্রের অংশ কোনটি?
(ক) নাক (খ) পেট (গ) চোখ (ঘ) হাত

০৩। ভাষাকে কীসের বাহন বলা হয়?
(ক) ধ্বনির (খ) কাজের (গ) অন্তরের (ঘ) ভাবের

০৪। ধ্বনির অর্থপূর্ণ মিলনে কী গঠিত হয়?
(ক) শব্দ (খ) বাক্য (গ) ভাষা (ঘ) বর্ণ

০৫। কীসের সাহায্যে ধ্বনির সৃষ্টি হয়?
(ক) বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে (খ) ফুসফুসের সাহায্যে
(গ) মুখের সাহায্যে (ঘ) প্রযুক্তির সাহায্যে

০৬। ভাষায় কীসের ধারাবাহিকতা থাকা চাই?
(ক) শব্দ (খ) ইঙ্গিত (গ) ধ্বনি (ঘ) অর্থ

০৭। ভাষা স্থির হয়ে গেলে তাকে কী বলা হয়?
(ক) মাতৃভাষা (খ) মৃতভাষা
(গ) উপভাষা (ঘ) লিখিত ভাষা

০৮। ফ্রান্সের মানুষের ভাষা কে বলা হয়?
(ক) ফারসি (খ) ফরাসি (গ) স্প্যানিশ (ঘ) আচিক

০৯। চাকমা জনগোষ্ঠীর ভাষা কোনটি?
(ক) আচিক (খ) চাংলুম (গ) চাংমা (ঘ) বেলুচ

১০। পরিবর্তনশীলতার কারণে ভাষা কে তুলনা করা হয়?
(ক) জড় বস্তুর সঙ্গে (খ) মাথা উচু করে থাকা বৃক্ষের সঙ্গে
(গ) অসমান পাহাড়ের সঙ্গে (ঘ) প্রবহমান নদীর সঙ্গে

উত্তরপত্র

০১	খ	০২	ক	০৩	ঘ	০৪	ক	০৫	ক	০৬	ঘ	০৭	খ	০৮	খ	০৯	গ	১০	ঘ

১.২: মাতৃভাষা ও রাষ্ট্রভাষা

সাধারণ আলোচনা

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের কথা তোমাদের সবার জানা। এ আন্দোলন কেন হয়েছিল, সেটাও তোমরা জানো। শত শত বছর ধরে আমরা যে বাংলা ভাষায় কথা বলে আসছিলাম, মনের ভাব প্রকাশ করছিলাম, শিক্ষাগ্রহণ করছিলাম, পাকিস্তানিরা আমাদের সেই প্রিয় ভাষাকে আমাদের কাছে থেকে কেড়ে নিতে চেয়েছিল। একবার ভেবে দেখো তো, প্রতিদিন তুমি যে ভাষায় মা-বাবার সাথে কথা বলো, যে ভাষায় বন্ধুদের সাথে আড্ডা দাও, ভাই-বোনদের সাথে খুনশুটি কর, হুট করে কেউ যদি তোমাকে বলে, এ ভাষা আর ব্যবহার করতে পারবে না, তাহলে তোমার কেমন লাগবে? অবশ্যই ভালো লাগবে না। আমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মেরও ভালো লাগেনি। তাই তো তারা পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল, বুকের রক্ত দিয়েছিল, যার বিনিময়ে আমরা আমাদের মায়ের ভাষাকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যবহারের অনুমতি পেয়েছিলাম। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা থেকে হয়ে উঠেছিল রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু মাতৃভাষা ও রাষ্ট্রভাষা কি একই? এদের মধ্যে আসলে পার্থক্যটা কোথায়? এসো, আমরা এখন সেটাই জানার চেষ্টা করব।

মাতৃভাষা

সংজ্ঞা: জন্মলগ্ন থেকে স্বাভাবিকভাবে মানুষ নিজের মায়ের কাছে যে-ভাষাটি শিক্ষা পায়, তাকেই তার 'মাতৃভাষা' বলে। এটি একটি ধারণার প্রকাশমাত্র।

- শিশু পিতা বা অন্য কোনো অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে বড় হলেও তার মুখের সাধারণ ভাষাকে 'মাতৃভাষা'ই বলে।
- বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ জন্মের পর মায়ের কোলে এবং মায়ের বাংলা বোলে বড় হয়। তাই বাঙালি জাতির মাতৃভাষা বাংলা।
- এ ভাষায় রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড সম্পন্ন হয়।

রাষ্ট্রভাষা

সংজ্ঞা: রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যবহারের জন্য কোনো দেশের সংবিধানস্বীকৃত ভাষাকে ঐ দেশের রাষ্ট্রভাষা বলে।

❖ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রভাষা:

✓ পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা উর্দুর পাশাপাশি ইংরেজিকেও দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।
✓ ভারত প্রজাতন্ত্রের সংবিধানস্বীকৃত কোনো রাষ্ট্রভাষা বা জাতীয় ভাষা নেই।
✓ ভারতে দাপ্তরিক কাজকর্মের ভাষা হিসেবে হিন্দির পাশাপাশি ইংরেজি স্বীকৃত।
✓ ভারতের রাজ্যগুলোতে প্রশাসনিক কর্মে আঞ্চলিক ভাষাসমূহ ব্যবহার হয়।
✓ পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, ঝাড়খণ্ড রাজ্য এবং আসাম রাজ্যের বরাক উপত্যকার অন্যতম প্রশাসনিক ভাষা বাংলা।

❖ রাষ্ট্রভাষায় সম্পাদিত কাজ:

১. শিক্ষাপ্রদান	৩. সাহিত্যরচনা	৫. সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান পরিচালনা	৭. রাষ্ট্রীয় নথিপত্র লিপিবদ্ধকরণ ইত্যাদি
২. পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন	৪. সংবাদপত্র প্রকাশ	৬. দলিল-দস্তাবেজ লিখন	

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ✓ পৃথিবীর প্রায় ত্রিশ কোটি লোকের মাতৃভাষা বাংলা।
- ✓ মাতৃভাষার বিবেচনায় সারা বিশ্বে বাংলা ভাষার স্থান ষষ্ঠ।
- ✓ রাষ্ট্র নির্দিষ্ট এক বা একাধিক ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে পারে।
- ✓ বাংলাদেশের সংবিধানের প্রথম ভাগের তৃতীয় অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ আছে: প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা।
- ✓ রাষ্ট্রের সর্বাধিক মানুষের বোধগম্য ভাষা হিসেবে সাধারণত রাষ্ট্রভাষা স্বীকৃত হয়ে থাকে।

বোর্ড MCQ প্রশ্ন ও উত্তর

০১। বাংলার সাথে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে কোন কোন ভাষার? [ঢা.বো.'১৮]
(ক) আসামি ও গুজরাটি (খ) ওড়িয়া ও মারাঠি
(গ) আসামি ও ওড়িয়া (ঘ) ওড়িয়া ও পাঞ্জাবি ⓖ

০২। পূর্ব মাগধী অপভ্রংশ থেকে উদ্ভূত ভাষা কোনটি? [কু.বো.'১৮]
(ক) বাংলা (খ) মৈথিলি
(গ) মাগধি (ঘ) ভোজপুরিয়া ⓚ
ব্যাখ্যা: (ক); ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, দশ শতকে মাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়।

০৩। "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা"–এটি বাংলাদেশের সংবিধানের কোথায় লিপিবদ্ধ আছে? [ঢা.বো., য.বো.'১৭]
(ক) প্রথম ভাগের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে
(খ) প্রথম ভাগের তৃতীয় অনুচ্ছেদে
(গ) তৃতীয় ভাগের প্রথম অনুচ্ছেদে
(ঘ) প্রথম ভাগের চতুর্থ অনুচ্ছেদে ⓚ

গুরুত্বপূর্ণ প্র্যাক্টিস প্রবলেম

MCQ

সময়: ০৫ মিনিট পূর্ণমান: ০৫

০১। পৃথিবীতে কত লোকের মাতৃভাষা বাংলা?
(ক) প্রায় ত্রিশ কোটি (খ) প্রায় বিশ কোটি
(গ) প্রায় তেত্রিশ কোটি (ঘ) প্রায় তেইশ কোটি

০২। আসাম রাজ্যে বরাক উপত্যকার অন্যতম প্রশাসনিক ভাষা কোনটি?
(ক) বাংলা (খ) হিন্দি
(গ) অসমিয়া (ঘ) ইংরেজি

০৩। মাতৃভাষার বিবেচনায় সারা বিশ্বে বাংলা ভাষার অবস্থান কত?
(ক) চতুর্থ (খ) ষষ্ঠ (গ) সপ্তম (ঘ) অষ্টম

০৪। নিচের কোন রাজ্যটির প্রশাসনিক ভাষা বাংলা নয়?
(ক) আসাম (খ) বিহার (গ) ত্রিপুরা (ঘ) ঝাড়খণ্ড

০৫। ভারত প্রজাতন্ত্রের দাপ্তরিক কাজকর্মের ভাষা কোনটি?
(ক) হিন্দি (খ) তামিল (গ) ইংরেজি (ঘ) ক ও গ উভয়ই

উত্তরপত্র

০১	ক	০২	ক	০৩	খ	০৪	খ	০৫	ঘ

১.৩: সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য

সাধারণ আলোচনা

তোমাকে যদি কেউ বলে, "দুগ্ধফেননিভ শয্যায় সে ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িল।" অথবা, কেউ তোমার পকেট মারছে, এমন সময় তোমাকে সতর্ক করার জন্য যদি কেউ বলে "ব্যগ্র হোন কল্য" তাহলে তোমার কেমন লাগবে? বাক্যগুলো একদিকে যেমন উদ্ভট, তেমনি শ্রুতিকটু। অর্থের দিক থেকেও অস্পষ্ট। এর পরিবর্তে কেউ যদি তোমাকে বলত, "দুধের ফেনার মতো সাদা বিছানায় সে বসে পড়ল" অথবা, "তোমার পকেট মারল"; তাহলে বাক্যগুলো শুনতেও উদ্ভট লাগত না, অর্থ বুঝতেও অসুবিধা হতো না। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ, এই দুই বাক্যে সমস্যা কোথায়? হ্যাঁ দুটি বাক্যেই সাধু ও চলিত শব্দ একত্রে ব্যবহার করা হয়েছে, যার ফলে এ জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। আর এরকম সমস্যাকে ব্যাকরণের ভাষায় বলা হয় "গুরুচণ্ডালী"। এরকম বাক্য রচনা করে নিজেকে 'বুদ্ধির ঢেঁকি' প্রমাণ করতে না চাইলে সাধু ও চলিত ভাষারীতি সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা রাখাটা সকলের জন্যই জরুরি। এসো আমরা এবার সেটিই শেখার চেষ্টা করি।

❖ বাংলা ভাষার প্রকার বা রীতি-ভেদ:

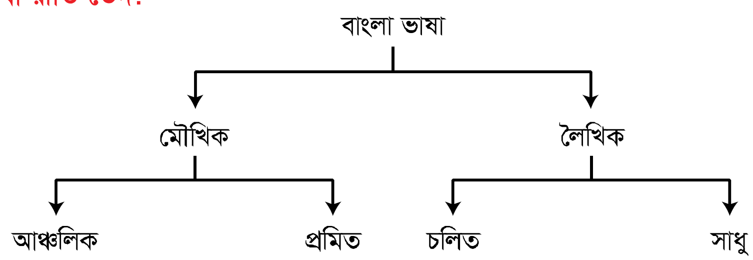

সংজ্ঞা

আঞ্চলিক ভাষারীতি: বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বাঙালি জনগোষ্ঠী মুখে মুখে যে ভাষারীতিতে মনোভাব ব্যক্ত করে সে ভাষারীতিই বাংলার 'আঞ্চলিক ভাষারীতি' নামে অভিহিত। অর্থাৎ অঞ্চলভেদে বাংলা ভাষার প্রচলিত কথ্যরূপইকই আঞ্চলিক ভাষারীতি বলে।

যেমন: বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষারীতি: 'ঔগ্‌গোয়া মাইন্‌ষ্যের দুয়া পোয়া আছিল্‌।' (একজন লোকের দুটি ছেলে ছিল)

নোট: আঞ্চলিক ভাষাকে উপভাষা বলে। উপভাষার ইংরেজি প্রতিশব্দ Dialect।

প্রমিত ভাষারীতি: ভাষার সর্বজনগ্রাহ্য ও সমকালের সর্বোচ্চ মার্জিত রূপকেই প্রমিত ভাষারীতি বলে। **যেমন:** 'একজনের দুটো ছেলে ছিল।'

সাধু ভাষারীতি: যে ভাষারীতি অধিকতর গাম্ভীর্যপূর্ণ, তৎসম শব্দবহুল, ক্রিয়াপদের রূপ প্রাচীনরীতি অনুসারী এবং আঞ্চলিকতামুক্ত তা-ই সাধু ভাষারীতি। এই রীতি শুধু লিখিত গদ্যে ব্যবহৃত হয়। **যেমন:** 'এক ব্যক্তির দুইটি পুত্র ছিল।'

চলিত ভাষারীতি: ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী স্থানসমূহের মৌখিক ভাষারীতি মানুষের মুখে মুখে রূপান্তর লাভ করে প্রাদেশিক শব্দাবলি গ্রহণ এবং চমৎকার বাক্‌ভঙ্গির সহযোগে গড়ে ওঠে। এই ভাষারীতিকেই চলিত ভাষারীতি বলে। এই রীতি মৌখিক ও লিখিত উভয় ক্ষেত্রেই আকর্ষণীয় ও আদরণীয়। **যেমন:** 'একজন লোকের দুটি ছেলে ছিল।'

সাধু ও চলিত ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য

❖ সাধু ভাষা

০১। সাধু ভাষার রূপ অপরিবর্তনীয়। অঞ্চলভেদে বা কালক্রমে এর কোনো পরিবর্তন হয় না।
০২। এ ভাষারীতি ব্যাকরণের সুনির্ধারিত নিয়ম অনুসরণ করে চলে। এর পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট।
০৩। সাধু ভাষারীতিতে তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার বেশি বলে এ ভাষায় এক প্রকার আভিজাত্য ও গাম্ভীর্য আছে।
০৪। সাধু ভাষারীতি শুধু লেখায় ব্যবহার হয়। তাই কথাবার্তা, বক্তৃতা, ভাষণ ইত্যাদির উপযোগী নয়।
০৫। সাধু ভাষারীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয় ।

❖ চলিত ভাষা

০১। চলিত ভাষা সর্বজনগ্রাহ্য মার্জিত ও গতিশীল ভাষা। তাই এটি মানুষের কথাবার্তা ও লেখার ভাষা হিসেবে গৃহীত হয়েছে। এটি পরিবর্তনশীল।
০২। এ ভাষারীতি ব্যাকরণের প্রাচীন নিয়মকানুন দিয়ে সর্বদা ব্যাখ্যা করা যায় না।
০৩। চলিত ভাষারীতিতে অপেক্ষাকৃত সহজ-সরল শব্দের ব্যবহার বেশি বলে এটি বেশ সাবলীল, চটুল ও জীবন্ত।
০৪। বলার ও লেখার ভাষা বলেই এ ভাষা বক্তৃতা, ভাষণ, নাটকের সংলাপ ও সামাজিক আলাপ-আলোচনার জন্য অত্যন্ত উপযোগী।
০৫। চলিত ভাষারীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্তরূপ ব্যবহৃত হয়।

সাধু ও চলিত ভাষারীতির কয়েকটি পার্থক্য

সাধু রীতি	চলিত রীতি
১। সাধু ভাষারীতি সর্বজনগ্রাহ্য লেখার ভাষা।	১। চলিত ভাষারীতি সর্বজনবোধ্য মুখের ও লেখার ভাষা ।
২। সাধু ভাষারীতি সব সময় ব্যাকরণের নিয়ম মেনে চলে।	২। চলিত ভাষা সব সময় ব্যাকরণের নিয়ম মেনে চলে না।
৩। সাধু ভাষায় পদবিন্যাস রীতি সুনির্দিষ্ট।	৩। চলিত ভাষায় পদবিন্যাস রীতি অনেক সময় পরিবর্তিত হয়।
৪। সাধু ভাষায় তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার বেশি।	৪। চলিত ভাষায় তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার কম।
৫। সাধু ভাষা বক্তৃতা, ভাষণ ও নাটকের সংলাপের উপযোগী নয়।	৫। চলিত ভাষা বক্তৃতা, ভাষণ ও নাটকের সংলাপের উপযোগী।
৬। সাধু ভাষায় সর্বনাম, ক্রিয়া ও অব্যয় পদের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়।	৬। চলিত ভাষায় সর্বনাম, ক্রিয়া ও অব্যয়পদের সংক্ষিপ্তরূপ ব্যবহৃত হয়।
৭। সাধু ভাষা গুরুগম্ভীর, দুর্বোধ্য ও মন্থর।	৭। চলিত ভাষা চটুল, সরল ও সাবলীল।
৮। সাধু ভাষারীতি অপরিবর্তনীয়, তাই কৃত্রিম বা মৃত।	৮। চলিত ভাষারীতি পরিবর্তনশীল, তাই জীবন্ত।

❖ সাধু ও চলিত ভাষারীতির পার্থক্য দেখা যায়:

১. বিশেষ্যপদের রূপে ২. সর্বনামপদের রূপে ৩. ক্রিয়াপদের রূপে ৪. অব্যয়পদের রূপে

০১. বিশেষ্যপদের রূপের পার্থক্য:

সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
অগ্নি	আগুন	কর্ণ	কান	চন্দ্র	চাঁদ	দন্ত	দাঁত	পক্ষী	পাখি
ব্যাঘ্র	বাঘ	মৎস্য	মাছ	হস্তী	হাতি	তুলা	তুলো	জুতা	জুতো

০২. সর্বনামপদের রূপের পার্থক্য:

সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
এই/ ইহা	এ	ইহাকে	একে	ইহাদের	এদের	উহা	ও	উহাদিগের	ওদের
কাহাকে	কাকে	কেহ	কেউ	তাহা	তা	তাহার	তার	যাহা	যা
যাহাদের	যাদের	তাহাদিগকে	তাদের	যাহাতে	যাতে	ইহারা	এরা	উহাকে	ওকে

০৩. ক্রিয়াপদের রূপের পার্থক্য:

সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
আসিয়া	এসে	করিয়া	করে	করিয়াছে	করেছে	খাইতেছিল	খাচ্ছিল	গিয়াছিল	গেছিল
ঘুমাইতেছে	ঘুমাচ্ছে	চলিল	চলল	চাহিয়া	চেয়ে	জ্বালাইয়া	জ্বেলে	ডাকিতেছে	ডাকছে
নিদ্রা যাওয়া	ঘুমানো	পড়িব	পড়ব	পার হইয়া	পেরিয়ে	শুনিল	শুনল	শয়ন করিলেন	শুলেন
বলিয়া	বলে	শ্রবণ করিলাম	শুনলাম	লম্ফ প্রদান করিল	লাফ দিল	ভাঙিয়া যাইতে লাগিল	ভেঙে যেতে লাগল	ফুটিয়া উঠিয়াছে	ফুটে উঠেছে

০৪. অব্যয়পদের রূপের পার্থক্য:

সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
অদ্য	আজ	অদ্যাপি	আজও	কদাচ	কখনো	তথাপি	তবুও	নচেৎ	নইলে
নতুবা	নইলে	প্রায়শ	প্রায়ই	যদ্যপি	যদিও	সহিত	সঙ্গে/সাথে	হইতে	থেকে
অপেক্ষা	চেয়ে	ব্যতীত	ছাড়া	দ্বারা	দিয়ে	নিমিত্ত	জন্য	চাহিতে	চাইতে

❖ সাধু ভাষারীতি:

"উপন্যাসের অনুরূপ কোনো বস্তু আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শুধু আমাদের দেশ বলিয়া নহে, পৃথিবীর কোনো দেশেরই পুরাতন সাহিত্যে উপন্যাসের দর্শন মিলে না। উপন্যাসের প্রধান বিশেষত্বই এই যে, ইহা সম্পূর্ণ আধুনিক সামগ্রী।"

❖ চলিত ভাষারীতি:

"একে একে গাড়িগুলো ছেড়ে দিল, আমার গাড়িটাও চলতে শুরু করল। স্টেশন দূরে নয়, সেখানে পৌঁছে নামতে গিয়ে দেখি অতিথি দাঁড়িয়ে। কিরে, এখানেও এসেছিস? সে লেজ নেড়ে তার জবাব দিল, কী জানি মানে তার কী!"

বোর্ড MCQ প্রশ্ন ও উত্তর

০১। ভাষার সর্বজন গ্রাহ্য ও সমকালের সর্বোচ্চ মার্জিত রূপকে কোন ধরনের ভাষারীতি বলে? [রা.বো.'১৯]
(ক) সাধু (খ) চলিত (গ) প্রমিত (ঘ) আঞ্চলিক ⓖ

০২। সাধু ভাষার বৈশিষ্ট্য কোনটি? [সি.বো., কু.বো., ম.বো.'১৯, বো.'১৮]
(ক) সাবলীল (খ) চটুল
(গ) কৃত্রিম (ঘ) জীবন্ত ⓖ

০৩। সাধু ভাষায় কোন শব্দের প্রাধান্য বেশি? [দি.বো.'১৯]
(ক) তৎসম (খ) বিদেশি
(গ) দেশি (ঘ) তদ্ভব ⓚ

০৪। কোন ভাষারীতি চটুল, সরল ও সাবলীল? [ম.বো.'১৯]
(ক) চলিত (খ) সাধু
(গ) আঞ্চলিক (ঘ) মিশ্র ⓚ

০৫। বাংলা ভাষার মৌখিক রূপের রীতি কয়টি? [দি.বো.'১৮]
(ক) দুইটি (খ) তিনটি
(গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি ⓚ

০৬। কোন ভাষারীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়? [রা.বো.'১৭]
(ক) সাধুরীতি (খ) চলিতরীতি
(গ) প্রমিত রীতি (ঘ) আঞ্চলিক রীতি ⓚ

০৭। বাংলা ভাষার কোন রীতি বক্তৃতা, ভাষণ ও নাটকের সংলাপের অনুপযোগী? [চ.বো., কু.বো.'১৭]
(ক) সাধুরীতি (খ) আঞ্চলিকরীতি
(গ) চলিতরীতি (ঘ) কথ্যরীতি ⓚ

ব্যাখ্যা: (ক); সাধুভাষা গুরুগম্ভীর, দুর্বোধ্য ও মন্থর বলে তা বক্তৃতা, ভাষণ ও নাটকের সংলাপের উপযোগী নয়।

০৮। কোন ভাষারীতি শুধু লেখায় ব্যবহৃত হয়? [ব.বো.'১৭]
(ক) সাধু ভাষারীতি
(খ) চলিত ভাষারীতি
(গ) আঞ্চলিক ভাষারীতি
(ঘ) প্রমিত ভাষারীতি ⓚ

০৯। মৌখিক ও লিখিত উভয় ক্ষেত্রেই আকর্ষণীয় ও আদরণীয় ভাষারীতি কোনটি? [দি.বো.'১৭]
(ক) সাধু ভাষারীতি (খ) চলিত ভাষারীতি
(গ) আঞ্চলিক ভাষারীতি (ঘ) কথ্য ভাষারীতি ⓚ

ব্যাখ্যা: (খ); চলিত ভাষা চটুল, সরল ও সাবলীল। তাই এ ভাষা মৌখিক ও লিখিত উভয় ক্ষেত্রেই আকর্ষণীয় ও আদরণীয়।

গুরুত্বপূর্ণ প্র্যাক্টিস প্রবলেম

MCQ

সময়: ১০ মিনিট পূর্ণমান: ১২

০১। আঞ্চলিক ভাষার অপর নাম কী?
(ক) বিদেশি ভাষা (খ) চলিত ভাষা
(গ) উপভাষা (ঘ) বাংলা ভাষা

০২। সাধু ভাষার বৈশিষ্ট্য কোনটি?
(ক) গুরুগম্ভীর (খ) কৃত্রিমতা বর্জিত
(গ) অবোধ্য (ঘ) সাবলীল

০৩। কোনটি চলিত ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য?
(ক) অমার্জিত (খ) তৎসম শব্দবহুলতা
(গ) প্রাচীনতা (ঘ) তদ্ভব শব্দবহুলতা

০৪। চলিত ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য কোনটি?
(ক) তৎসম শব্দের আধিক্য
(খ) পদবিন্যাস সুনির্দিষ্ট
(গ) সর্বজনগ্রাহ্য, মার্জিত ও গতিশীল
(ঘ) গুরুগম্ভীর ও মন্থর

০৫। সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য কোন পদে বেশি?
(ক) সর্বনাম পদে
(খ) সর্বনাম ও ক্রিয়াপদে
(গ) ক্রিয়াপদে
(ঘ) বিশেষ্য ও বিশেষণ পদে

০৬। বাংলা লেখ্য রীতি কয় প্রকার?
(ক) ২ প্রকার (খ) ৩ প্রকার
(গ) ৪ প্রকার (ঘ) ৫ প্রকার

০৭। চলিত ভাষারীতি-
(ক) সর্বজনগ্রাহ্য লেখার ভাষা (খ) পরিবর্তনশীল, জীবন্ত
(গ) পদবিন্যাসরীতি সুনির্দিষ্ট (ঘ) ব্যাকরণের নিয়ম মেনে চলে

০৮। 'অদ্য' এর চলিত রূপ কোনটি?
(ক) আদি (খ) আজ
(গ) পরবর্তী (ঘ) আদৌ

০৯। চলিত ভাষার জন্ম হয় কোন অঞ্চলের ভাষাকে ভিত্তি করে?
(ক) ভাগীরথী নদী তীরবর্তী (খ) চুরুলিয়া
(গ) আরাকান (ঘ) মিথিলা

১০। একই বাক্যে সাধু ও চলিত শব্দ ব্যবহার করা হলে যে জটিলতা সৃষ্টি হয় তাকে বলে-
(ক) বাহুল্য দোষ (খ) গুরুচণ্ডালী
(গ) পাচমিশালী (ঘ) কৃত্রিমতা

১১। চলিত ভাষায় কোন শব্দের ব্যবহার কম?
(ক) তদ্ভব (খ) দেশি
(গ) সাধিত (ঘ) তৎসম

১২। সাধু ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য কোনটি?
(ক) ভাষণ ও নাটকের সংলাপের উপযোগী
(খ) চটুল, সরল ও সাবলীল
(গ) সর্বনাম, ক্রিয়া ও অব্যয় পদের পূর্ণরূপ ব্যবহার
(ঘ) ব্যাকরণের নিয়ম মেনে চলে না

উত্তরপত্র

০১	গ	০২	ক	০৩	ঘ	০৪	গ	০৫	খ	০৬	ক	০৭	খ	০৮	খ	০৯	ক	১০	খ	১১	ঘ	১২	গ